শ্রীমদ্ভগবতী-গীতা।

মূল ও অনুবাদ।

তৃতীয় সংস্করণ।

কলিকাতা,

৫০।১ নং কালীপ্রসাদ দত্তের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীনবকুমার দত্ত কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

১৩১৪।

মূল্য ॥০ আট আনা।
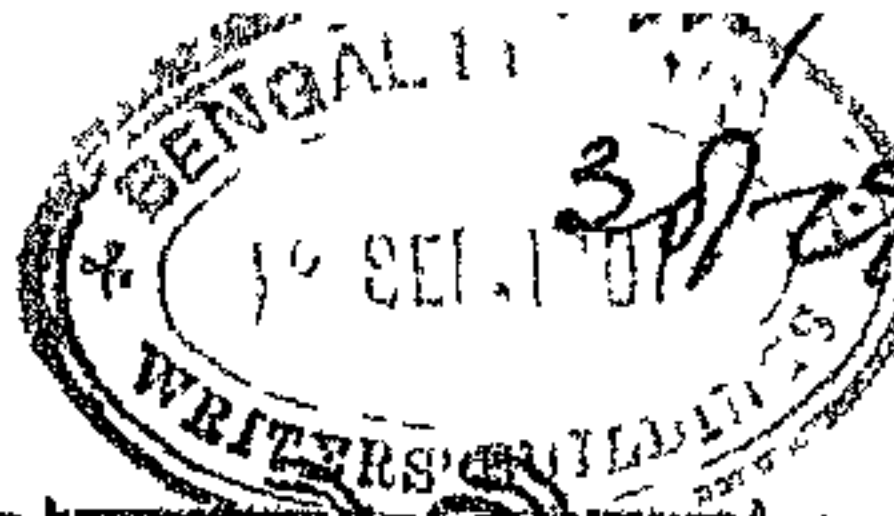
শ্রীমদ্ভগবতী-গীতা।

প্রথম অধ্যায়।

নারদ উবাচ।

ব্রূহি দেব মহেশান যথা সা পরমেশ্বরী।
বভূব মেনকাগর্ভে পূর্ণভাবেন পার্ব্বতী॥ ১ ॥

নারদ বলিলেন। হে দেব মহেশ। আমাকে বলুন, যেরূপে পরমেশ্বরী দুর্গা গিরিরাজপত্নী মেনকার গর্ভে পূর্ণভাবে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রুতং বহুপুরাণেষু জ্ঞায়তেঽপি চ যদ্যপি।
জন্মকর্ম্মাদিকং তস্যাস্তথাপি পরমেশ্বর॥
শ্রোতুং মমিষ্যতে তত্ত্বং যতস্ত্বং বেৎসি তত্ত্বতঃ।
তদ্বদস্ব মহাদেব বিস্তরেণ মমাগ্রতঃ॥ ২ ॥

হে পরমেশ্বর! যদিও আমি জগজ্জননী দুর্গার জন্ম এবং কর্ম্মের কথা নানা পুরাণে শ্রবণ করিয়াছি এবং জ্ঞাত আছি, তথাপি আমি সেই সমস্ত তত্ত্ব যথার্থরূপে শুনিতে ইচ্ছা করিতেছি কেননা আপনি সে সকল তত্ত্ব প্রকৃতরূপে অবগত আছেন, অতএব হে মহাদেব। আপনি সেই সমস্ত কথা বিস্তারিত রূপে আমাকে বলুন।

শ্রীশিব উবাচ।

ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা ব্রহ্মরূপা সনাতনী।
প্রার্থিতা গিরিরাজেন তৎপত্ন্যা মেনয়াপি চ॥
মহোগ্রতপসা পুত্রীভাবেন মুনিপুঙ্গব।
প্রার্থিতা চ মহেশেন সতীবিরহদুঃখিনা॥ ৩॥

শিব বলিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ। ব্রহ্মরূপা সনাতনী ত্রৈলোক্য-জননী দুর্গা, গিরিরাজ হিমালয় ও তাঁহার পত্নী মেনকা দ্বারা মহা উগ্র তপস্যাসহকারে পুত্রীভাবে আরাধিতা এবং সতী-বিরহদুঃখিত আমা কর্তৃক পত্নীরূপে প্রার্থিতা হইয়া—

প্রযযৌ মেনকাগর্ভে পূর্ণব্রহ্মময়ী স্বয়ম্।
ততঃ শুভে দিনে মেনা রাজীবসদৃশাননাম্।
সুষুবে তনয়াং দেবীং সুপ্রভাং জগদম্বিকাম্॥
ততোঽভবৎ পুষ্পবৃষ্টিঃ সর্ব্বতো মুনিপুঙ্গব।
পুষ্পগন্ধো ভবেদ্বায়ুঃ প্রসন্নাশ্চ দিশো দশ॥ ৪॥

পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং গিরিরাজপত্নী মেনকার গর্ভে জন্মলাভার্থ প্রবেশ করেন। অনন্তর শুভদিনে মেনকা পদ্মাননা সুপ্রভাময়ী জগন্মাতা দুর্গাকে কন্যারূপে প্রসব করিলেন। হে মুনিশ্রেষ্ঠ। সেইকালে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করিয়াছিলেন, নিখিল বায়ু পুষ্পগন্ধ-যুক্ত হইয়াছিল এবং দশদিক্ সুপ্রসন্ন হইয়াছিল।

অথাদ্রিরাজঃ শ্রুতবান্ পুত্রীং জাতাং শুভাননাম্।
তরুণাদিত্যকোট্যাভাং ত্রিনেত্রাং দিব্যরূপিণীম্॥ ৫॥

তখন গিরিরাজ শ্রবণ করিলেন, তাঁহার শুভাননা কোটি তরুণ সূর্য্যের ন্যায় কান্তিবিশিষ্টা ত্রিনেত্রা দিব্যরূপিণী এক কন্যা ভূমিষ্ঠ হইয়াছে।

অষ্টহস্তাং বিশালাক্ষীং চন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরাম্।
মেনে তাং প্রকৃতিং সূক্ষ্মামাদ্যাং জাতাং স্বলীলয়া॥ ৬॥

অষ্টহস্তা বিশালাক্ষী মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র প্রভাময়ী সেই কন্যাকে জানিতে পারিলেন যে, আদ্যা সূক্ষ্মা প্রকৃতিই নিজে লীলা করিবার ইচ্ছায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

তদা হৃষ্টমনা ভূত্বা বিপ্রেভ্যঃ প্রদদৌ বসুম্।
ধনং বাসাংসি চ মুনে দোগ্ধ্রীর্গাশ্চ সহস্রশঃ।
দ্রষ্টুং প্রতিযযৌ চাশু বন্ধুভিঃ পরিবারিতঃ॥ ৭॥

হে মুনে! তখন গিরিরাজ শ্রবণ করিয়াই হৃষ্টমনে ব্রাহ্মণদিগকে ধন বস্ত্র এবং সহস্র দুগ্ধবতী গাভী প্রদান করিয়া শীঘ্র বন্ধুগণদ্বারা বেষ্টিত হইয়া নব কন্যাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন।

তত্রস্থমাগতং জ্ঞাত্বা গিরীন্দ্রং মেনকা তদা।
প্রোবাচ তনয়াং পশ্য রাজন রাজীবলোচনাম্।
আবয়োস্তপসা জাতাং সর্ব্বভূতহিতায় চ॥ ৮॥

মেনকা গিরিরাজকে তথায় আগত জানিয়া কহিতে লাগিলেন, হে রাজন! দেখ দেখ কেমন পদ্মনয়না কন্যা হইয়াছে, ইনি নিশ্চয়ই আমাদের তপঃসম্ভূতা এবং সর্ব্বভূতের হিতসাধন জন্য শরীর ধারণ করিয়াছেন।

ততঃ সোঽপি নিরীক্ষ্যৈনাং জ্ঞাত্বা তাং জগদম্বিকাম্।
প্রণম্য শিরসা ভূমৌ কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিতঃ।
প্রোবাচ বচনং দেবীং ভক্ত্যা গদ্গদয়া গিরা॥ ৯॥

অনন্তর গিরিরাজ কন্যাকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে জগন্মাতা বলিয়া জানিতে পারিলেন, তখন তিনি ভূমিতলে মস্তকাবনমন-

পূর্ব্বক প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং ভক্তির সহিত গদগদ বাক্যে দেবীকে কহিতে লাগিলেন।

কা ত্বং মাতর্বিশালাক্ষি চিত্ররূপে সুলক্ষণে।
ন জানে ত্বামহং বৎসে যথাবৎ কথয়স্ব মাম্‌॥ ১০॥

হে মাতঃ বিশালাক্ষি! হে মাতঃ চিত্ররূপিণি! হে মাতঃ সর্ব্ব-সুলক্ষণযুতে! আপনি আমার কন্যারূপে ভূমিষ্ঠ হইলেও আমি আপনাকে জানিনা, আপনি আপনার স্বরূপ আমার নিকট প্রকাশ করিয়া বলুন।

দেব্যুবাচ।

জানীহি মাং পরাং শক্তিং মহেশ্বরকৃতাশ্রয়াম্‌।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যবিজ্ঞানমূর্ত্তিং সর্ব্বপ্রবর্ত্তিকাম্‌।
সৃষ্টিস্থিতি-বিনাশানাং বিধাত্রীং জগদম্বিকাম্‌॥ ১১॥

দেবী কহিলেন—আমাকে মহেশ্বর মহাদেবের আশ্রয় পরমা-শক্তি রূপে জানিও, আমি নিত্যত্ব ঐশ্বর্য্য বিজ্ঞান এবং মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি, আমিই সৃষ্টিস্থিতি ও বিনাশবিধাত্রী জগজ্জননী।

অহং সর্ব্বান্তরস্থা চ সংসারার্ণবতারিণী।
নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মরূপেশ্বরীতি চ॥ ১২॥

আমিই সকলের অন্তরে থাকি, আমিই সংসারসমুদ্রতারিণী, আমিই নিত্যানন্দময়ী নিত্যা ব্রহ্মস্বরূপিণী।

যুবয়োস্তপসা তুষ্টা পুত্রীভাবেন ভাবিতা।
জাতা তব গৃহে তাত বহুভাগ্যবশাত্তব॥ ১৩॥

হে পিতঃ! আপনারা উভয়ে আমাকে পুত্রীভাবে লাভ করিবেন বলিয়া বহু তপস্যা করিয়াছিলেন, আমি আপনাদের

সেই তপে তুষ্ট হইয়া আপনার বহুভাগ্য বশতঃ তব গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছি।

হিমালয় উবাচ।

মাতস্ত্বং কৃপয়া গৃহে মম সুতা, জাতাসি নিত্যাপি যদ্-
ভাগ্যং মে বহুজন্মজন্মজনিতং, সর্ব্বং মহৎ পুণ্যদম্।
দৃষ্টং রূপমিদং পরাৎপরতরাং মূর্ত্তিং ভবান্যা অপি,
মাহেশীং প্রতিদর্শয়াশু কৃপয়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ১৪॥

হিমালয় কহিলেন, হে মাতঃ! আমার বহু জন্মান্তরীণ পুণ্য-জনিত-সৌভাগ্যবলে আপনি নিত্যা হইলেও আমার গৃহে কন্যা-রূপে জন্ম লইয়াছেন, আপনি কৃপা করিয়া পতিদর্শন জন্য আগমন করাতে আমি ভবানীর মাহেশী পরাৎপরতর রূপদর্শন করিলাম, অতএব হে বিশ্বেশ্বরি! আপনাকে প্রণাম করি।

দেব্যুবাচ।

দদামি চক্ষুস্তে দিব্যং পশ্য মে রূপমৈশ্বরম্।
ছিন্ধি হৃৎসংশয়ং বিদ্ধি সর্ব্বদেবময়ীং পিতঃ॥ ১৫॥

দেবী কহিলেন—হে পিতঃ! আমি আপনাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিতেছি, তদ্দ্বারা আপনি আমার দিব্য ঐশ্বর রূপ দর্শন করিয়া হৃদয়ের সংশয় ছেদনপূর্ব্বক আমাকে সর্ব্বময়ী বলিয়া জানুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা তং গিরিশ্রেষ্ঠং দত্ত্বা বিজ্ঞানমুত্তমম্।
স্বং রূপং দর্শয়ামাস দিব্যং মাহেশ্বরং তদা॥ ১৬॥

মহাদেব কহিলেন—এই কথা বলিয়া দুর্গা, পিতা গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালয়কে উত্তম বিজ্ঞান প্রদান করিয়া তখন আপনার দিব্য মাহেশ্বর রূপ প্রদর্শন করিলেন।

শশিকোটিপ্রভং চারুচন্দ্রার্দ্ধকৃতশেখরম্।
ত্রিশূলবরহস্তঞ্চ জটামণ্ডিতমস্তকম্॥
ভয়ানকং ঘোররূপং বিলোক্য হিমবান্ পুনঃ।
প্রোবাচ বচনং মাতঃ রূপমন্যৎ প্রদর্শয়॥ ১৭॥

কোটি চন্দ্র প্রভাময়, কপালে চারু অর্দ্ধচন্দ্র, একহস্তে ত্রিশূল, অপর হস্ত বরদানোদ্যত, মস্তক জটামণ্ডিত, এইরূপ ভয়ানক ঘোররূপ দর্শন করিয়া হিমবান্ বিস্মিত হইয়া কহিলেন, হেমাতঃ! আপনার অন্য অভয়প্রদরূপ প্রদর্শন করুন।

ততঃ সংহৃত্য তদ্রূপং দর্শয়ামাস তৎক্ষণাৎ।
রূপমন্যৎ মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বরূপা সনাতনী॥ ১৮॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ! তখন বিশ্বরূপা সনাতনী দুর্গা সেই ঘোর রূপ সংহারপূর্ব্বক পিতাকে অন্যরূপ প্রদর্শন করিলেন।

শরচ্চন্দ্রনিভং চারুমুকুটোজ্জ্বলমস্তকম্।
শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্তং নেত্রত্রয়োজ্জ্বলম্॥
দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
যোগীন্দ্র-বৃন্দসংবন্দ্যসুচারুচরণাম্বুজম্॥ ১৯॥

সেইরূপ শরচ্চন্দ্রের ন্যায় মনোহর, মস্তকে সুন্দর উজ্জ্বল মুকুটে মণ্ডিত, চতুর্ভুজে শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারণ, কণ্ঠে দিব্য মাল্য, পরিধান দিব্য বস্ত্র, সর্ব্বাঙ্গে দিব্য সুগন্ধিদ্রব্যের অনুলেপন এবং সুন্দর পদযুগল যোগীন্দ্রগণের বন্দনীয় দেবগণেরও পূজনীয়।

সর্ব্বতঃপাণিপাদঞ্চ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
দৃষ্টা তদেতৎ পরমং রূপং[illegible]মুত্তমম্।
প্রণম্য তনয়াং প্রাহ বি[illegible]মানসঃ॥ ২০॥

সকল দিকে হস্ত পদ, সকল দিকে শিরোমুখ, এই পরম উৎকৃষ্ট ঐশ্বররূপ দেখিয়া হিমালয় বিস্ময়োৎফুল্লমানসে তনয়াকে প্রণাম করিয়া কহিলেন—

হিমালয় উবাচ।

মাতস্তবেদং পরমং রূপমৈশ্বরমুত্তমম্।
বিস্মিতোঽস্মি সমালোক্য রূপমন্যৎ প্রদর্শয় ॥ ২১ ॥

হিমালয় কহিলেন—হে মাতঃ! আপনার পরম উৎকৃষ্ট ঐশ্বররূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়াছি, আপনি আপনার অন্য-রূপ প্রদর্শন করুন।

ত্বং যস্য স হ্যশোচ্যোঽপি ধন্যা চ পরমেশ্বরি।
অনুগৃহ্ণীষ মাতর্মাং কৃপয়া তে নমো নমঃ ॥ ২২ ॥

হে পরমেশ্বরি! আপনি যাহাকে অনুগ্রহ করেন, সে ব্যক্তি অশুচি হইলেও লোকে ধন্য হয়, মা আমাকে কৃপা করিয়া অনু-গ্রহ করুন। আমি আপনাকে বারম্বার প্রণাম করি।

মহাদেব উবাচ।

ইত্যুক্তা সা তদা পিত্রা শৈলরাজেন পার্ব্বতী।
তদ্রূপমপি সংহৃত্য দিব্যং রূপং সমাদধে ॥ ২৩ ॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—পিতা শৈলরাজ কর্ত্তৃক এইরূপ উক্ত হইলে পার্ব্বতী সেইরূপ সংহরণ করিয়া দিব্যরূপ ধারণ করিলেন।

নীলোৎপলদলশ্যামং বনমালাবিভূষিতম্।
এবং বিলোক্য তদ্রূপং শৈলানামধিপস্ততঃ ॥
কৃতাঞ্জলিপুটঃ স্থিত্বা মহাহর্ষেণ সংযুতঃ।
স্তোত্রেণানেন তাং দেবীং তুষ্টাব পরমেশ্বরীম্ ॥ ২৪ ॥

এবার নীল উৎপল সদৃশ শ্যামরূপ, কণ্ঠে বনমালা শোভা

পাইতেছে ; দেখিয়া শৈলরাজ মহা হর্ষযুক্ত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীকে বক্ষ্যমাণ স্তোত্র দ্বারা পরিতুষ্ট করিলেন।

হিমালয় উবাচ।

মাতঃ সর্ব্বময়ি প্রসীদ পরমে বিশ্বেশি বিশ্বাশ্রয়ে,
ত্বং সর্ব্বং নহি কিঞ্চিদস্তি ভুবনে বস্তু ত্বদন্যৎ শিবে।
ত্বং বিষ্ণুর্গিরিশস্তদেব নিতরাং ধাতাসি শক্তিঃ পরা,
কিং বর্ণ্যং চরিতং ত্বচিন্ত্যচরিতে ব্রহ্মাদ্যগম্যং ময়া॥ ২৫॥

হিমালয় কহিলেন—হে মাতঃ সর্ব্বময়ি পরমেশি বিশ্বেশ্বরি বিশ্বাশ্রয়ে! আমার প্রতি প্রসন্না হউন, হে শিবে। আপনিই বিশ্বের তাবৎ পদার্থ। ত্রিভুবনে আপনি ছাড়া অন্য কিছু বস্তুই নাই। আপনিই বিষ্ণু, আপনিই শিব, আপনিই বিধাতা ব্রহ্মা এবং আপনিই পরা শক্তি। মা, আপনার চরিত্র অচিন্ত্য। আমি তার কি বর্ণনা করিব? ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার চরিত্রের তত্ত্ব পায় না।

ত্বং স্বাহাখিলদেবতৃপ্তিজননী তদ্বৎ পিতৄণামপি,
তৃপ্তেহেতুরসি স্বধা ত্বমেব জননি ত্বং দেবদেবাত্মিকা।
হব্যং কব্যমপি ত্বমেব নিয়মো যজ্ঞস্তথা দক্ষিণা,
ত্বং স্বর্গাদিফলং সমস্তফলদে বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ॥ ২৬॥

হে জননি! আপনি অখিলদেবগণের তৃপ্তি হেতু স্বাহা-স্বরূপিণী, আপনি পিতৃলোকের তৃপ্তি হেতু স্বধাস্বরূপা, আপনিই দেবগণের আত্মা, আপনিই যজ্ঞীয় হব্য কব্য, আপনিই নিয়ম ও সৎকার্য্য সমস্তের আদিফল স্বরূপা, আপনিই চতুর্ব্বর্গফলদাত্রী। হে বিশ্বেশ্বরি। আপনাকে প্রণাম করি।

রূপং সূক্ষ্মতমং পরাৎপরতরং যদ্ যোগিনো বিদ্যয়া,
শুদ্ধং ব্রহ্মময়ং বদন্তি পরমং শান্তং সুতৃপ্তং তব।

বাচাং দুর্বিষয়ং মনোঽতিগমপি ত্রৈলোক্যবীজং শিবে,
ভক্ত্যা ত্বং প্রণমামি দেবি বরদে বিশ্বেশ্বরি ত্রাহি মাম্ ॥২৭॥

যোগিগণ বিদ্যা দ্বারা আপনার সূক্ষ্মতম পরাৎপরতর শুদ্ধ ব্রহ্মময় রূপকে জানিয়া তাহাকে পরম শান্তিনিলয় ও তৃপ্তির স্থল বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, হে শিবে! বাক্যেরও দুর্বিষয় মনের অতীত যে ত্রৈলোক্যের বীজস্বরূপ আপনার রূপ, ভক্তির সহিত তাহাকে প্রণাম করি, বিশ্বেশ্বরি বরদে দেবি! আমাকে পরিত্রাণ করুন।

উদ্যৎসূর্য্যসহস্রভাং মম গৃহে জাতাং স্বয়ং লীলয়া,
দেবীমষ্টভুজাং বিশালনয়নাং বালেন্দুমৌলিং শিবাম্।
উদ্যৎকোটিশশাঙ্ককান্তিসমনাং বালাং ত্রিনেত্রাং শিবাং,
ভক্ত্যা ত্বাং প্রণমামি বিশ্বজননি দেবি প্রসীদাম্বিকে ॥ ২৮॥

হে শিবে! আপনি লীলাকরণ হেতু নবোদিত সূর্য্যসহস্রের ন্যায় প্রভাবিশিষ্টা অষ্টভুজ, বিশালনয়ন এবং মস্তকে বাল ইন্দু ধারণ করিয়া আমার গৃহে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, বালরূপিণী নবোদিত কোটিচন্দ্রকান্তিযুক্ত নয়নত্রয়ধারিণী বিশ্বজননী জগদম্বাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করি।

রূপং তে রজতাদ্রিসন্নিভমলং নাগেন্দ্রভূষোজ্জ্বলং,
ঘোরং পঞ্চমুখাম্বুজং ত্রিনয়নৈর্ভীমৈঃ সমুদ্ভাসিতম্।
চন্দ্রার্দ্ধাঙ্কিতমস্তকং ধৃতজটাজূটং শরণ্যে শিবে,
ভক্ত্যাহং প্রণমামি বিশ্বজননি ত্বং মে প্রসীদাম্বিকে ॥ ২৯॥

হে শিবে। আপনার ভীম ত্রিনয়নোদ্ভাসিত রজত পর্ব্বত সদৃশ সর্পরাজবিভূষিত ঘোর রূপ, পঞ্চমুখ মহাদেব তুল্য, আপনার অর্দ্ধচন্দ্রযুক্ত মস্তক জটাজূটধারী শিবের যোগ্য, হে বিশ্ব-

জননি জগদম্বে! আপনাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি; আপনি প্রসন্না হউন।

রূপং শারদচন্দ্রকোটিসদৃশং দিব্যাম্বরং শোভনং,
দিব্যৈরাভরণৈর্বিরাজিতমলং কান্ত্যা জগন্মোহনম্।
দিব্যৈর্বাহুচতুষ্টয়ৈর্যুতমহং বন্দে শিবে ভক্তিতঃ,
পাদাব্জং জননি প্রসীদ নিখিলব্রহ্মাদিদেবস্তু তে ॥ ৩০ ॥

হে শিবে! কোটি শরচ্চন্দ্র তুল্য দিব্যাম্বরধারী দিব্যাভরণ-যুক্ত এবং পরম রমণীয়কান্তি হেতু জগন্মোহন যে তোমার চতুর্ভুজ রূপ তাহা যথার্থ শিবের অনুরূপ হইয়াছে, হে ব্রহ্মাদিদেবস্তুতে জননি! আপনার পাদপদ্ম বন্দনা করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

রূপং তে নবনীরদদ্যুতিরুচিং ফুল্লাব্জনেত্রোজ্জ্বলং,
কান্ত্যা বিশ্ববিমোহনং স্মিতমুখং রত্নাঙ্গদৈর্ভূষিতম্।
বিভ্রাজদ্বনমালয়া বিকসিতং স্বঙ্কং জগত্তারিণি,
ভক্ত্যাহং প্রণতোঽস্মি দেবি কৃপয়া দুর্গে প্রসীদাম্বিকে ॥ ৩২ ॥

হে জগত্তারিণি! নবজলধরসদৃশ প্রফুল্লকমলোজ্জ্বলনেত্রযুক্ত, বিশ্ববিমোহনকারী, হাস্যমুখ রত্নাঙ্গদভূষিত, দোদুল্যমান বনমালা-শোভিত-ক্রোড় আপনার যে রূপ, হে মাতঃ দুর্গে! আমি তাহাকে ভক্তির সহিত প্রণাম করি, আপনি আমার প্রতি প্রসন্না হউন।

মাতঃ কঃ পরিবর্ণিতুং তব গুণং, রূপঞ্চ বিশ্বাত্মকং,
শক্তো দেবি জগত্রয়ে বহুযুগে দেবোঽথবা মানুষঃ।
কিং তে স্বল্পমতির্ব্রবীমি করুণাং কৃত্বা স্বকীয়ৈর্গুণৈ,
র্নো মাং মোহয় মায়য়া পরময়া বিশ্বেশি তুভ্যং নমঃ ॥ ৩২ ॥

হে মাতঃ! তব গুণের এবং বিশ্বরূপাত্মক তব রূপের বর্ণনা

করিতে ত্রিভুবনে দেবতা অথবা মনুষ্য বহু যুগেও কেহ সমর্থ নহে, আমি অতি স্বল্পমতি তাহা কি বর্ণনা করিব? হে বিশ্বেশ্বরি! আপনাকে প্রণাম করি, আপনি নিজ গুণে কৃপা করিয়া আপনার পরমা মায়া দ্বারা আমাকে মোহিত করিবেন না।

অত্যো মে সফলং জন্ম তপশ্চ সফলং মম।
যত্ত্বং ত্রিজগতাং মাতা মৎপুত্রীত্বমুপাগতা॥ ৩৩॥

আজ আমার জন্ম সফল ও তপস্যা সফল হইল, যেহেতু যিনি ত্রিজগতের জননী, তিনি আমার পুত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং মাতস্ত্বং নিজলীলয়া।
নিত্যাপি মদ্‌গৃহে জাতা পুত্রীভাবেন বৈ যতঃ॥ ৩৪॥

আমি ধন্য হইলাম, আমি কৃতকৃত্য হইলাম, কেন না আপনি নিত্যা হইলেও প্রাকৃত জনের ন্যায় আমার গৃহে লীলা করিবার জন্য পুত্রীভাবে জন্মলাভ করিয়াছেন।

কিং ব্রুমো মেনকায়াশ্চ ভাগ্যং জন্মশতার্জ্জিতম্।
যত্ত্রিজগতাং মাতুরপি মাতাভবত্তব॥ ৩৫॥

মেনকা শত শত জন্মে যে কি সৌভাগ্যলাভ করিয়াছেন তাহা আর কি কহিব, যেহেতু আপনি যে ত্রিজগতের মাতা তিনি আপনারও জননী হইয়াছেন।

শ্রীমহাদেব উবাচ।

এবং গিরীন্দ্রতনয়া গিরিরাজেন সংস্তুতা।
বভূব সহসা চারুরূপিণী পূর্ব্ববন্মুনে॥ ৩৬॥

শ্রীমহাদেব কহিলেন—গিরীন্দ্রতনয়া দুর্গা গিরিরাজ কর্ত্তৃক এইরূপে সংস্তুতা হইয়া সহসা পূর্ব্বের ন্যায় চারুরূপ ধারণ করিলেন।

মেনকাপি বিলোক্যৈবং বিস্মিতা ভক্তিসংযুতা।
জ্ঞাত্বা ব্রহ্মময়ীং পুত্রীং প্রাহ গদ্গদয়া গিরা॥ ৩৭॥

মেনকাও এইরূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত ও ভক্তিযুক্ত হইয়া পুত্রীকে ব্রহ্মময়ী বলিয়া জানিতে পারিয়া গদ্গদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন।

মেনকোবাচ।

মাতঃ স্তুতিং ন জানামি ভক্তিং বা জগদম্বিকে।
তথাপ্যহমনুগ্রাহ্যা ত্বয়া নিজগুণেন হি॥ ৩৮॥

মেনকা কহিলেন,—হে মাতঃ জগদম্বে! আমি স্তুতি করিতে জানি না এবং আমার ভক্তিও নাই, কিন্তু মা, আপনি নিজ গুণে আমাকে অনুগ্রহ করিয়াছেন।

ত্বয়া জগদিদং সৃষ্টং ত্বমেবৈতৎফলপ্রদা।
সর্ব্বাধারস্বরূপা ত্বমুপাধিঃ সর্ব্বেষামপি॥ ৩৯॥

মা আপনি এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, আপনিই সমস্ত জীবের কর্ম্মফল প্রদান করেন, আপনিই সকল পদার্থের আধার এবং আপনিই সকলের উপাধিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছেন।

দেব্যুবাচ।

ত্বয়া মাতস্তথা পিত্রাপ্যনেনারাধিতাহ্যহম্।
মহোগ্রতপসা পুত্রীং লব্ধুং মাং পরমেশ্বরীম্॥ ৪০॥

দেবী কহিলেন,—হে জননি! আপনি এবং পিতা আপনারা উভয়ে পরমেশ্বরীরূপা আমাকে পুত্রীরূপে লাভ করিবেন বলিয়া মহা উগ্র তপস্যা করিয়াছিলেন।

যুবয়োস্তপসস্তস্য ফলদানায় লীলয়া।
নিত্যা লব্ধবতী জন্ম গর্ভে তব হিমালয়াৎ॥ ৪১॥

আপনাদের উভয়ের তপস্যার ফল প্রদান করিব বলিয়া নিত্যা আমি মানুষীরূপে আপনার গর্ভে হিমালয়ের ঔরসে লীলাচ্ছলে জন্মলাভ করিয়াছি।

শ্রীশিব উবাচ।

ততো গিরীন্দ্রস্তাং দেবীং প্রণিপত্য পুনঃপুনঃ॥
পপ্রচ্ছ ব্রহ্মবিজ্ঞানং প্রাঞ্জলির্মুনিসত্তম ॥ ২৪ ॥

শ্রীশিব কহিলেন,—তদনন্তর গিরীন্দ্র সেই দেবীকে পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া করযোড়ে তাঁহার নিকট ব্রহ্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

হিমবানুবাচ।

মাতস্ত্বং বহুভাগ্যেন মম জাতাসি কন্যকা।
ব্রহ্মাদ্যৈর্দুর্লভা যোগিদুর্গমা নিজলীলয়া ॥ ৪৩ ॥

হিমালয় কহিলেন,—হে মাতঃ! ব্রহ্মাদি দেবতা দুর্লভা এবং যোগিগণের দুজ্ঞের্য়া আপনি আমার বহু ভাগ্যবলে লীলাচ্ছলে আমার কন্যা হইয়া জন্মিয়াছেন।

অহং তব পদাম্ভোজং প্রপন্নোঽস্মি মহেশ্বরি।
যথাঞ্জসা তরিষ্যামি সংসারপারবারিধিম্ ॥
তস্মাত্ত্বং দেহি মাতর্মে ব্রহ্মজ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৪৪ ॥

হে পরমেশ্বরি! আমি আপনার পাদপদ্ম ভজনা করি, হে মাতঃ যাহাতে আমি শীঘ্র সংসারবারিধির পারে যাইতে পারি সেইরূপ উত্তম ব্রহ্মজ্ঞান আমাকে প্রদান করুন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যোগসারং মহামতে!
যস্য বিজ্ঞানমাত্রেণ দেহী ব্রহ্মময়ো ভবেৎ ॥ ৪৫ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহামতে পিতঃ! আমি যোগের সার কথা কহিতেছি শ্রবণ করুন, যে কথা জ্ঞাত হইবামাত্র জীব ব্রহ্মময় হইয়া থাকে।

গৃহীত্বা মম মন্ত্রাণি সদ্‌গুরোঃ সুসমাহিতঃ।
কায়েন মনসা বাচা মামেব হি সমাশ্রয়েৎ॥ ৪৬॥

সদ্‌গুরুর সন্নিধানে সুসমাহিতান্তঃকরণে আমার মন্ত্র গ্রহণ-পূর্ব্বক কায়মনোবাক্যে আমাকেই আশ্রয় করিবে।

মচ্চিত্তো মদগতপ্রাণো মন্নামজপতৎপরঃ।
মৎপ্রসঙ্গো মদালাপো মদ্‌গুণশ্রবণে রতঃ॥
ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ।
মদর্চ্চাপ্রীতিসংযুক্তমানসো সাধকোত্তমঃ॥ ৪৭॥

হে রাজেন্দ্র! যে সাধকোত্তম ব্যক্তি মুমুক্ষু হইবে, সে ভক্তির সহিত আমাতে চিত্ত ও প্রাণ সমর্পণ করিয়া আমার নাম জপ করিবে; যে আমার প্রসঙ্গ করণে ও আমার সম্বন্ধীয় কথা শ্রবণে রত হইবে; সে ব্যক্তি আমার অর্চ্চনাতেই আহ্লাদিত মনে নিযুক্ত হইবে।

পূজাযজ্ঞাদিকং কুর্য্যাদ্ যথাবিধিবিধানতঃ।
শ্রুতিস্মৃত্যুদিতৈ সম্যক্ স্ববর্ণাশ্রমবর্ণিতৈঃ।
সর্ব্বদা তপোদানেন মামেব হি সমর্চ্চয়েৎ॥ ৪৮॥

যে ব্যক্তি বেদ ও স্মৃত্যুক্ত নিজ বর্ণাশ্রমের উপযোগী পূজা ও যজ্ঞাদি বিধিবিধানানুসারে করিবে এবং সর্ব্বপ্রকারে তপস্যা ও দানকার্য্যের সহিত আমাকেই অর্চ্চনা করিবে।

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তির্ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্।
কর্ম্মণো জায়তে ভক্তির্ধর্ম্মযজ্ঞাদিকা মতা॥

তস্মান্মুমুক্ষুর্ধর্মার্থং মদেকং রূপমাশ্রয়েৎ ॥ ৪৯ ॥

জ্ঞান হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয়, ভক্তিই জ্ঞানের কারণ এবং ধর্ম্ম ও যজ্ঞাদি কর্ম্ম হইতে ভক্তি উৎপন্ন হয়। সেই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি ধর্ম্ম কর্ম্ম সাধন জন্য আমার এইরূপ আশ্রয় করিবেক।

সর্ব্বাকারাহমেবৈক সচ্চিদানন্দবিগ্রহা।

মদংশেন পরিচ্ছিন্না দেহাঃ স্বর্গৌকসাং পিতঃ ॥ ৫০ ॥

হে পিতঃ! সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে আমি সেই আমিই সকল পদার্থ ও সকল রূপ, স্বর্গবাসী দেবতাগণ আমারই অংশ হইতে দেহ ধারণ করিয়াছেন মাত্র।

তস্মান্মামেব বিধ্যুক্তৈঃ সকলৈরেব কর্ম্মভিঃ।

বিভাব্য প্রজপেদ্ভক্ত্যা নান্যথা ভাবয়েৎ সুধীঃ ॥ ৫১ ॥

সে জন্য বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বিধ্যুক্ত সকল কর্ম্মদ্বারাই শক্তির সহিত আমারই ভাবনা ও আমারই জপ করিবে, অন্য কোন রূপ আচরণ করিবে না।

এবং বিধ্যুক্তকর্ম্মাণি কৃত্বা নির্ম্মলমানসঃ।

আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্তো মুমুক্ষুঃ সততং ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্বদা এইরূপে বিধ্যুক্ত কর্ম্ম করিয়া নির্ম্মল-মানস হইয়া আত্মজ্ঞানে সমুদ্যুক্ত হইবেন।

ঘৃণাং নিবর্ত্ত্য সর্ব্বত্র পুত্রমিত্রাদিকেষ্বপি।

বেদান্তাদিষু শাস্ত্রেষু সন্নিবিষ্টমনা ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

পুত্র মিত্র প্রভৃতির প্রতি সর্ব্বপ্রকারে সর্ব্বত্র মমতা শূন্য হইয়া বেদান্তাদি শাস্ত্র সকলে নিবিষ্টমনা হইবেক।

কামাদিকং ত্যজেৎ সর্ব্বং হিংসাঞ্চাপি বিবর্জ্জয়েৎ।

এবং কৃতবতো বিদ্যা হি জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫৪ ॥

সর্ব্বদা কামাদি ত্যাগ করিবেক এবং হিংসাও পরিত্যাগ করিবেক। এইরূপ আচরণ যিনি করিতে পারিবেন, তিনিই কেবল অজ্ঞানতা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিদ্যালাভে সমর্থ হইবেন।

তদৈবাত্মা মহারাজ প্রত্যক্ষমনুভূয়তে।
তদৈব জায়তে মুক্তিঃ সত্যং সত্যং ব্রবীমি তে ॥ ৫৫ ॥

হে মহারাজ! এইরূপ বিদ্যা লাভ করিতে পারিলে আত্মাকে প্রত্যক্ষ অনুভব করা যায়, আত্মাকে জানিতে পারিলেই মুক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা আপনাকে সত্য সত্য কহিতেছি।

কিন্তু সুদুর্লভং তাত মদ্ভক্তিবিমুখে নৃণাম্।
তস্মাদ্ভক্তিঃ পরা কার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৫৬ ॥

কিন্তু হে পিতঃ! যে সকল লোক আমাকে ভক্তি করে না তাহাদের মুক্তিলাভ বড় দুর্লভ, সেই হেতু মুমুক্ষুগণ যত্নের সহিত আমার প্রতি উৎকৃষ্টা ভক্তি করিবে।

ত্বমপ্যেবং মহারাজ ময়োক্তং কুরু সর্ব্বথা।
সংসারদুঃখৈরখিলৈর্বাধ্যসে ন কদাচন ॥ ৫৭ ॥

ইতি মহাভাগবতে শ্রীভগবতীগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

হে মহারাজ! আপনি মদুক্ত বিধানানুসারে সকল কার্য্য করুন, সংসারের তাবৎ দুঃখ কখনই আপনাকে বাধা দিতে পারিবে না।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

—*—

হিমালয় উবাচ।

বিদ্যা বা কীদৃশী মাতর্যতো মুক্তিঃ প্রজায়তে।
অথবা কিং স্বরূপঞ্চ তস্যা ব্রূহি মহেশ্বরি ॥ ১ ॥

হিমালয় কহিলেন,—হে মাতঃ মহেশ্বরি! যে বিদ্যা হইতে মুক্তি উৎপন্ন হয়, সেই বিদ্যাই বা কি এবং তাহার স্বরূপই বা কি, তাহা আমাকে বলুন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

শৃণু তাত প্রবক্ষ্যামি যা সংসারনিবর্ত্তিকা।
বিদ্যা তস্যাঃ স্বরূপং তে সংক্ষেপেণ মহামতে ॥ ২ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—হে মহামতে পিতঃ! সংসারনিবর্ত্তিকা বিদ্যার স্বরূপ সংক্ষেপে আপনার নিকট বর্ণনা করিব, আপনি শ্রবণ করুন।

বুদ্ধিপ্রাণমনোদেহাহঙ্কারেন্দ্রিয়বৈঃ পৃথক্।
অদ্বিতীয়শ্চিদাত্মাহং শুদ্ধ এবেতি নিশ্চিতম্ ॥ ৩ ॥

চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাকে শুদ্ধ এবং বুদ্ধি প্রাণ মনঃ অহ-ঙ্কার ও ইন্দ্রিয়গণ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ বলিয়া নিশ্চিত জানিবেন।

আত্মা নিরাময়ঃ শুদ্ধঃ জন্মনাশাদিবর্জ্জিতঃ।
বুদ্ধ্যাদ্যুপাধিরহিতশ্চিদানন্দাত্মকো মতঃ ॥ ৪ ॥

আত্মাকে আদি নিরাময় জন্ম-মরণ-ব্যাধিরহিত এবং বুদ্ধি প্রভৃতি উপাধিবর্জ্জিত শুদ্ধ চিদানন্দরূপ জানিবে।

অনঙ্গঃ স্বপ্রভঃ পূর্ণঃ সত্ত্বজ্ঞানাদিলক্ষণঃ।

আত্মা নিরাকার প্রভাবিশিষ্ট পূর্ণ সত্ত্বগুণ ও জ্ঞানাদি লক্ষণ যুক্ত একমেবাদ্বিতীয় অথচ সর্ব্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জীবরূপে প্রতীয়মান জানিবে।

স্বপ্রকাশো ন দেহেঽস্মিন কাশয়ন্ স্বয়মাস্থিতঃ।
ইত্যাত্মনঃ স্বরূপং তে গিরিরাজ ময়োদিতম্ ॥ ৬ ॥

হে গিরিরাজ! আত্মা এই দেহে অবস্থিত হইয়া দেহকে প্রকাশ করিয়া আপনি প্রকাশিত হইতেছেন, এই আত্মার স্বরূপ আমি আপনাকে কহিলাম।

এবং বিচিন্তয়েন্নিত্যমাত্মানং সুসমাহিতঃ।
অনাত্মনি শরীরাদাবাত্মবুদ্ধিং বিবর্জয়েৎ ॥ ৭ ॥

চিত্ত স্থির করিয়া এইরূপে নিত্য আত্মাকে চিন্তা করিবেক, এবং শরীরাদি স্থূল ও ক্ষণভঙ্গুর অনাত্ম পদার্থকে আত্মা বলিয়া চিন্তা পরিত্যাগ করিবেক।

রাগদ্বেষাদিদোষাণাং হেতুভূতা হি সা যতঃ।
রাগদ্বেষাদিদোষেভ্যঃ সদোষং কর্ম্ম সম্ভবেৎ।
ততঃ পুনঃ সংসৃতিশ্চ তস্মাত্তাং পরিবর্জয়েৎ ॥ ৮ ॥

শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি হইলে রাগ দ্বেষ প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয়, এই রাগ দ্বেষ হইতেই সদোষ কর্ম্ম উৎপন্ন হয়, কর্ম্ম হইতে সৃতি জন্মে এবং সৃতি হইতে পুনঃপুনঃ জন্ম লাভ হয়, কর্ম্মফল ভোগের জন্য এই সৃতি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপাদন করে; সুতরাং এই দেহাত্মবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবেক।

গিরিরুবাচ।

অজ্ঞতাদৃষ্টজনকা রাগদ্বেষাদয়ঃ শিবে।
কথং জন্তোঃ পরিত্যাজ্যাঃ তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি ॥ ৯ ॥

গিরি কহিলেন,—হে শিবে পরজন্মে অশুভ ও অদৃষ্টজনক এই রাগ দ্বেষ লোকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে পারিবে তাহা আমাকে উপদেশ করুন।

কুর্ব্বন্তি চাপকারাংশ্চ কথং তান্ সহতে জনঃ।
কেষু রাগশ্চ বিদ্বেষঃ কথং বা ন ভবেত্তয়োঃ ॥ ১০ ॥

অনেক অপকার করিলেও লোকে কি কারণ রাগদ্বেষাদিকে নিজ দেহে উৎপন্ন হইতে দেয়, আর কি জন্যই বা রাগ দ্বেষ প্রভৃতি রিপুকুলের উপর লোকের রাগ দ্বেষ জন্মে না।

পার্ব্বত্যুবাচ।

অপকারাক্রান্তঃ কশ্চ তদেবাশু বিচারয়েৎ।
বিচার্য্যমাণে তস্মিংস্তু দ্বেষ এব ন জায়তে ॥ ২১ ॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—কোন অপকার করিলে তাহার সম্বন্ধে তৎক্ষণাৎ বিচার করিবে, ধীরভাবে বিচার করিলে আর অপরাধী ব্যক্তির প্রতি দ্বেষ জন্মিতে পারে না।

পঞ্চভূতাত্মকো দেহো মুক্তো জীবো যতঃ স্বয়ম্।
বহ্নিনা দহ্যতে বাপি শিবাদ্যৈর্ভক্ষ্যতেঽপি বা।
তথাপি যো ন জানাতি কোঽপকারোঽস্ত তস্য বৈ ॥ ১২ ॥

দেহ পঞ্চভূতময় কিন্তু তন্মধ্যস্থ জীব স্বয়ং মুক্ত অর্থাৎ দেহ হইতে নির্লিপ্ত। এই ভৌতিক দেহ অগ্নিতে দগ্ধ হইলে বা শৃগালাদি কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলেও জীবের কোন অপকার হয় না।

আত্মা শুদ্ধঃ স্বয়ং পূর্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ।
ন জায়তে ন ম্রিয়তে নির্লেপো ন চ দুঃখভাক্।
বিচ্ছিদ্যমানে দেহেঽপি নাপকারোঽস্য জায়তে ॥ ১৩ ॥

শুদ্ধ এবং স্বয়ং যে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ আত্মার জন্ম নাই, নাশ

নাই, তিনি নির্লিপ্ত, তিনি দুঃখ মাত্রও ভোগ করেন না, দেহকে ধ্বংস করিলেও তাঁহার কোন অপকার হয় না।

যথা গৃহান্তরস্থস্য নভসঃ ক্বাপি লক্ষ্যতে।
গৃহেষু দহ্যমানেষু গিরিরাজস্তথৈব হি॥ ১৪॥

হে গিরিরাজ যেমন গৃহ দগ্ধ হইলে গৃহমধ্যস্থ আকাশের কোন রূপ নাশ বা ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ দেহনাশেও আত্মার ব্যতিক্রম সম্ভব হয় না।

আত্মা চেন্মন্যতে হন্তা হয়ঞ্চেন্মন্যতে হতঃ।
তাবুভৌ ভ্রান্তহৃদয়ৌ নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥
স্বস্বরূপং বিদন্বিদ্বৈবং দ্বেষং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥ ১৫॥

কিন্তু দুঃখের বিষয়—হতচেতন লোকেরা এই আত্মাকে কখন হত্যাকারী ও কখন হত এইরূপ বোধ করিয়া থাকে, এই উভয়-বিধ লোকই ভ্রান্তহৃদয়, কেন না, আত্মা কাহাকেও মারেন না এবং তিনিও কাহা কর্ত্তৃক হত হইবার নহেন, জীব এইরূপ আপনাকে জানিয়া দ্বেষ ত্যাগ করত সুখী হইবেক।

দ্বেষমূলো মনস্তাপো দ্বেষঃ সংসারবন্ধনম্।
মোক্ষবিঘ্নকরো দ্বেষস্তং যত্নাৎ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১৬॥

দ্বেষ হইতে মনস্তাপ জন্মে, দ্বেষই সংসারবন্ধনের হেতু এবং দ্বেষ মোক্ষপথে বিঘ্ন প্রদান করে, সুতরাং এই দ্বেষকে যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করিবেক।

হিমালয় উবাচ।

দেহস্যাপি ন চেদ্দেবি জাতস্য পরমাত্মনঃ।
নাপকারো বিদ্যতেঽত্র নৈতদ্দুঃখস্য ভাগিনৌ।
তৎ কথং জায়তে দুঃখং যৎ সাক্ষাদনুভূয়তে॥ ১৭॥

হিমালয় কহিলেন,—হে দেবি! কর্ম্মফলোৎপন্ন দেহ এবং আত্মা উভয়েরই অপকার হইবার সম্ভাবনা নাই সুতরাং ইহারা দুঃখভোগ করেন না, কিন্তু দেহে যে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে দুঃখ ভোগ হয়, তাহা কিরূপে উৎপন্ন হয় এবং কে বা ভোগ করে?

অন্যো বা কোঽস্তি দেহেঽস্মিন্ দুঃখভোক্তা মহেশ্বরি।
এতন্মে ব্রূহি তত্ত্বেন ময়ি তে যদ্যনুগ্রহঃ॥ ১৮॥

হে পরমেশ্বরি! যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ থাকে তবে এই দেহে অপর কোন দুঃখভোক্তা আছেন তাহা আমায় প্রকৃততত্ত্বের সহিত বলুন।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

নৈব দুঃখং হি দেহস্য নাত্মনোঽপি পরাত্মনঃ।
তথাপি জীবো নির্লেপো মোহিতো মম মায়য়া।
অহং সুখী চ দুঃখী চ স্বয়মেবাভিমন্যতে॥ ১৯॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—দেহ, আত্মা বা পরমাত্মার দুঃখ মাত্র নাই, কিন্তু জীব নিজে নির্লিপ্ত হইলেও আমার মায়াবশে অভিমানী হইয়া আমি নিজে দুঃখী আমি নিজে সুখী এইরূপ বোধ করে।

অনাদ্যবিদ্যা সা মায়া জগন্মোহনকারিণী।
জাতমাত্রং হি সম্বন্ধস্তয়া সঞ্জায়তে পিতঃ।
সংসারো জায়তে তেন রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ॥ ২০॥

হে পিতঃ জগন্মোহনকারিণী অবিদ্যা অনাদি, জীব জন্মাইলেই অবিদ্যার সহিত সম্বন্ধ ঘটে এবং তাহা হইতেই রাগ দ্বেষাদি পরিপূর্ণ সংসার উৎপন্ন হয়।

আত্মা স্বলিঙ্গস্তু মনঃ পরিগৃহ্য মহামতে।
তৎকৃতান্ হি শতান্ কামান্ সংসারী বর্ত্ততে ভৃশম্॥ ২১॥

আত্মা প্রথমতঃ নিজ লিঙ্গ স্বরূপ মনকে গ্রহণ করে, সেই মন শত শত কামনা করিয়া কর্ম্মফল সহযোগে পুনঃপুনঃ সংসারে পরিভ্রমণ করে।

বিশুদ্ধস্ফটিকো যদ্বদ্রক্তপুষ্পসমীপতঃ।
তত্তদ্বর্ণযুক্তো ভাতি বস্তুতোনাস্তি রঞ্জনা।
বুদ্ধীন্দ্রিয়াদিসামীপ্যাদাত্মনোপি তথা গতিঃ ॥ ২২ ॥

বিশুদ্ধ স্ফটিক যেরূপ রক্তবর্ণ পুষ্প সমীপে থাকিলে সেই বর্ণ-যুক্ত বোধ হয়, কিন্তু বস্তুতঃ যেমন তাহাতে বর্ণ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদির সম্পর্কে আসিয়া সুখী ও দুঃখী রূপে প্রতীয়মান হয়।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কারাঃ জীবস্য সহকারিণঃ।
স্বকর্ম্মবশতস্তাত ফলভোক্তার এব তে ॥ ২৩ ॥

হে পিতঃ মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার জীবের সহকারী এবং তাহারাই স্বকর্ম্মের ফলাফল ভোগ করে।

সর্ব্বং বৈষয়িকং তাত সুখং বা দুঃখমেব বা।
স এব ভুঙ্‌ক্তে নাত্মা নির্লেপঃ প্রভুরব্যয়ঃ ॥ ২৪ ॥

হে পিতঃ! বিষয়সম্বন্ধীয় সুখই হউক আর দুঃখই হউক সেই জীবই ভোগ করে, প্রভুরূপী নির্লিপ্ত অব্যয় আত্মা তাহার কিছুই ভোগ করেন না।

সৃষ্টিকালে পুনঃ পূর্ব্ববাসনা মানসৈঃসহ।
জায়তে জীব এবং হি নশ্যতাহতসংপ্লবম্ ॥ ২৫ ॥

কর্ম্মফল কর্তৃক আহূত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইয়া জীব পূর্ব্বজন্মের বাসনা ও মানসের সহিত একত্র হইয়া আবার সৃষ্ট হয়।

ততো জ্ঞানবিচারেণ ত্যক্ত্বা মোহং বিচক্ষণঃ।

সুখী ভবেন্মহারাজ ইষ্টানিষ্টৌপপত্তিষু॥ ২৬॥

হে মহারাজ! সেই হেতু জ্ঞানের সহিত বিচারপূর্ব্বক মোহ ত্যাগ করত আপনার ইষ্টানিষ্ট বুঝিয়া সুখী হইবে।

দেহমূলো মনস্তাপো দেহঃ সংসারকারণম্।

দেহঃ কর্ম্মসমুৎপন্নঃ কর্ম্ম চ দ্বিবিধং মতম্॥ ২৭॥

দেহ হইতে মনস্তাপ উৎপন্ন হয়, দেহ জীবকে সংসারে বদ্ধ করে, সেই দেহ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় এবং কর্ম্ম পাপ-পুণ্যানুসারে দ্বিবিধ।

পাপং পুণ্যঞ্চ রাজেন্দ্র তয়োর্বংশানুসারতঃ।

দেহিনঃ সুখদুঃখং স্যাদলভ্যাং দিনরাত্রিবৎ॥ ২৮॥

পাপ ও পুণ্যের অংশানুসারে দেহী রাত্রিদিনবৎ অলভ্যরূপে দুঃখ ও সুখ ভোগ করে

স্বর্গাদিকামঃ কৃত্বাপি পুণ্যকর্ম্ম বিধানতঃ।

প্রাপ্য স্বর্গং পতত্যাশু ভুয়ঃ কর্ম্মপ্রচোদিতঃ॥ ২৯॥

স্বর্গাদি কামনা করত বিধানানুসারে পুণ্যকর্ম্ম করিয়া স্বর্গ ভোগাবসানে শীঘ্রই কর্ম্মফলানুসারে পতিত হয়।

তস্মাৎ সৎসঙ্গতং কৃত্বা বিদ্যাভ্যাসপরায়ণঃ।

বিমুক্তসঙ্গঃ পরমং সুখমিচ্ছেদ্বিচক্ষণঃ॥ ৩০॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী

গীতাসূপনিষৎসুব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

সেই হেতু বিচক্ষণ ব্যক্তি সাধুসঙ্গ করিয়া বিদ্যাভ্যাসপরায়ণ হইবেন এবং দারা মিত্রাদির সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া পরম সুখলাভের ইচ্ছা করিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিমালয় উবাচ।

দুঃখস্য কারণং দেহঃ পঞ্চভূতাত্মকঃ শিবে।
তত্তদ্বিরহে দেহী ন দুঃখৈঃ পরিভূয়তে।
সোঽয়ং সংজায়তে মাতঃ কথং দেহো মহেশ্বরি।
ক্ষীণপুণ্যঃ কথং জীবো জায়তে চ পুনর্ভুবি।
তদব্রূহি বিস্তরেণাশু যদি তে ময্যনুগ্রহঃ॥ ১॥

হিমালয় কহিলেন,—

হে শিবে! পঞ্চভূতাত্মক দেহই দুঃখের কারণ, সুতরাং দেহ অভাবে দেহীর কখনই দুঃখ বোধ সম্ভবে না, কিন্তু হে মহেশ্বরি! আমার প্রতি যদি অনুগ্রহ থাকে, তবে বিস্তারিত রূপে বলুন, সেই দেহই কিরূপে উৎপন্ন হয়, আর জীবই বা কেন শীঘ্র ক্ষীণপুণ্য হইয়া পৃথিবীতে জন্ম গ্রহণ করে।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

ক্ষিতির্জলং তথা তেজো বায়ুরাকাশমেব চ।
এতৈঃ পঞ্চভিরাবদ্ধো দেহোঽয়ং পাঞ্চভৌতিকঃ॥ ২॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু এবং আকাশ এই পঞ্চভূত হইতেই পাঞ্চভৌতিক দেহ উৎপন্ন হয়।

প্রধানা পৃথিবী তত্র শেষাণাং সহকারিতা।
উক্তশ্চতুর্বিধঃ সোঽয়ং গিরিরাজ নিবোধ মে।
অণ্ডজঃ স্বেদজশ্চৈব উদ্ভিজ্জশ্চ জরায়ুজঃ॥ ৩॥

হে গিরিরাজ আপনি আমার নিকট জ্ঞাত হউন, এই প্রথম ভূত পৃথিবীরই অধিক ভাগ শেষোক্ত ভূত গুলির সহযোগে অণ্ডজ স্বেদজ, উদ্ভিজ্জ এবং জরায়ুজরূপে চতুর্ব্বিধ পদার্থ উৎপন্ন হয়।

অণ্ডজাঃ পক্ষিসর্পাদ্যাঃ স্বেদজাঃ মশকাদয়ঃ।
বৃক্ষগুল্মপ্রভৃতয়শ্চোদ্ভিজ্জা হি বিচেতনাঃ।
জরায়ুজা মহারাজ মানবাঃ পশবস্তথা।
শুক্রশোণিতসম্ভূতো দেহো জ্ঞেয়ো জরায়ুজঃ॥ ৪॥

হে মহারাজ তন্মধ্যে পক্ষী সর্পাদি অণ্ডজ, মশকাদি স্বেদজ বৃক্ষ গুল্মাদি অচেতন পদার্থ উদ্ভিজ্জ, কিন্তু মনুষ্যগণ ও পশু সমূহ জরায়ুজ, এই জরায়ুজগণই শুক্রশোণিত হইতে দেহ লাভ করিয়া ভূমিষ্ঠ হয়।

ভূয়ঃ স ত্রিবিধো জ্ঞেয়ঃ পুংস্ত্রীক্লীবাদিভেদতঃ।
শুক্রাধিক্যে পুরুষো ভবেৎ পৃথ্বীধরাধিপ।
রক্তাধিক্যে ভবেন্নারী তয়োঃ সাম্যে নপুংসকম্॥ ৫॥

হে পর্ব্বতরাজ এই প্রাণীই আবার পুরুষ স্ত্রী ও ক্লীব ভেদে তিন প্রকার হইয়া থাকে, শুক্রাধিক্য হইলে পুরুষ, রক্তাধিক্য হইলে স্ত্রী এবং শুক্রশোণিতের সাম্যে নপুংসক হইয়া থাকে।

স্বধর্ম্মবশতো জীবো নীহারকণয়াযুতঃ।
পতিতো ধরণীপৃষ্ঠে ব্রীহিমধ্যগতো ভবেৎ।
স্থিত্বা তত্র চিরং ভুক্ত্বা ভুজ্যতে পুরুষৈস্ততঃ।
ততঃ প্রবিষ্টং তদ্‌গুহ্যং পুংসো দেহে প্রজায়তে।
রেতস্তেন সজীবোঽপি ভবেদ্দেহগতস্তদা॥ ৬॥

জীব স্বধর্ম্ম বশতঃ নীহারকণার সহিত যুক্ত হইয়া আকাশ হইতে পৃথিবী পৃষ্ঠে পড়িয়া, ধান্য গোধূমাদি মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, এবং

এই ভাবে ব্যাপক কাল থাকিয়া কোন পুরুষ কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়, ভক্ষিত শস্য সেই পুরুষের শরীরস্থ গুহ্যদেশে যাইয়া রেতোরূপধারণ করে এইরূপে সেই রেতঃ জীবরূপে দেহ মধ্যেই জন্ম গ্রহণ করে।

ততঃ স্ত্রিয়াভিযোগেন ঋতুকালে মহামতে।
রক্তস্য সহিতঃ সোঽপি মাতৃগর্ভে প্রযাতি হি॥ ৭॥

হে মহামতে তদনন্তর স্ত্রীর ঋতুকালে তাহার সহযোগে সেই জীব শুক্রের সহিত মাতৃগর্ভে গমন করে।

ঋতুস্নাতা ভবেন্নারী চতুর্থেঽনিতদ্দিনাৎ।
আষোড়শদিনাদ্রাজন্নৃত্বাকাল উদীরিতঃ॥ ৮॥

চতুর্থ দিবসে স্ত্রী ঋতুস্নাতা হয়, এবং ষোড়শ দিবস পর্য্যন্ত ঋতুকাল কথিত হইয়া থাকে।

জায়তে চ পুমাংস্তত্র যুগ্মকে দিবসে পিতঃ।
অযুগ্মদিবসে নারী জায়তে পুরুষর্ষভ॥ ৯॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ঋতুর যুগ্মদিবসে সহযোগ হইলে পুরুষ জন্মে এবং অযুগ্ম দিবসে নারী উৎপন্ন হয়।

ঋতুস্নাতা তু কামার্ত্তা মুখং যস্য সমীক্ষতে।
তদাকৃতিঃ সন্ততিঃ স্যাত্তৎপশ্যেদ্ভর্ত্তুরাননম্॥ ১০॥

স্ত্রীলোক ঋতুস্নানানন্তর কামার্ত্তা হইয়া যে পুরুষের মুখাবলোকন করে তদাকৃতি সন্ততি জন্মে, সেই হেতু নারী আপন ভর্ত্তার আননই দেখিবেন।

তাদ্রেতো যোনিরক্তেন যুক্তং ভূত্বা মহামতে।
দিনেনৈকেন কললং জরায়ুপরিবেষ্টিতম্।
ততঃ পঞ্চদিনেনৈব বুদ্বুদাকারতামিয়াৎ॥ ১১॥

হে মহামতে সেই রেতঃ যোনিরক্তের সহিত যুক্ত হইয়া এক

দিবসে জরায়ু মধ্যে কলল রূপ ধারণ করে এবং পঞ্চদিনে বুদ্‌-বুদাকার প্রাপ্ত হয়।

যাতি চর্ম্মাকৃতিঃ সূক্ষ্ম জরায়ুঃ সন্নিপদ্যতে।
শুক্রশোণিতয়োর্যোগস্তস্মিন সংজায়তে ততঃ।
তত্র গর্ভে ভবেদ্যস্মাত্তেন প্রোক্তো জরায়ুজঃ ॥ ১২ ॥

জরায়ু সূক্ষ্মচর্ম্মের আচ্ছাদন তন্মধ্যে শুক্রশোণিতের যোগ হইতে থাকে, এই চর্ম্মকোষে গর্ভধারণ করে বলিয়া ইহাকে জরায়ু কহে।

ততস্তৎ সপ্তরাত্রেণ মাংসপেশীত্বমাপ্নুয়াৎ।
পক্ষমাত্রেণ সা পেশী তচ্ছোণিতপরিপ্লুতম্ ॥ ১৩ ॥

তদনন্তর সপ্তরাত্রে সেই শুক্র মাংসপেশীরূপে পরিণত হয় এবং একপক্ষ হইবা মাত্র সেই পেশী রক্ত পরিপ্লুত হয়।

ততস্তদঙ্কুরো উৎপন্ন পঞ্চবিংশতিরাত্রিষু।
স্কন্ধগ্রীবাশিরঃপৃষ্ঠোদরাণি চ মহামতে।
পঞ্চধাঙ্গানি জায়ন্তে এবং মাসেন চ ক্রমাৎ ॥ ১৪ ॥

হে মহামতে তদনন্তর পঞ্চবিংশতি রাত্রি গত হইলে তাহা হইতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ক্রমে একমাস প্রাপ্ত হইলে তাহাতে স্কন্ধ গ্রীবা শিরঃ পৃষ্ঠ এবং উদর এই পঞ্চ অঙ্গ বিকাশ পায়।

দ্বিতীয়ে মাসি জায়ন্তে পাণিপাদাদয়স্তথা।
অঙ্গানাং সন্ধয়ঃ সর্ব্বে তৃতীয়ে সম্ভবন্তি হি ॥ ১৫ ॥

দ্বিতীয় মাসে হস্তপদ উৎপন্ন হয় এবং তৃতীয় মাসে দেহের সন্ধি সকল জন্মে।

অঙ্গুল্যোঽপি চ জায়ন্তে চতুর্থমাসি সর্ব্বতঃ।
রক্তব্যাপ্তিশ্চ জীবস্য তস্মিন্নেব হি জায়তে ॥ ১৬ ॥

চারিমাসে অঙ্গুলি সকল প্রকাশ হইয়া পূর্ণ মনুষ্যাপরাধ রোধ করে এবং সমস্ত দেহে রক্ত চলাচল করে।

তত*চলতি গর্ভোঽপি জনন্যা জঠরে স্থিতঃ।
নেত্রকর্ণৌ তথা নাসা জায়ন্তে মাসি পঞ্চমে।
তথাপি তন্মুখশ্রোণী গুহ্যং তস্মিন্ প্রজায়তে॥ ১৮॥

অনন্তর জননী জঠরে গর্ভ নড়িতে থাকে এবং পঞ্চমাস প্রাপ্ত হইলে নেত্রযুগল এবং নাসিকা উৎপন্ন হয় এবং তখন তাহার মুখ, পাছা ও গুহ্য উৎপন্ন হয়।

পায়ুমুষ্কমুপস্থঞ্চ কর্ণচ্ছিদ্রদ্বয়ং তথা।
জায়ন্তে মাসি ষষ্ঠে তু নাভিশ্চাপি ভবেন্নৃণাম্॥ ১৮॥

ষষ্ঠমাসে নরের মলদ্বার অণ্ডকোষ লিঙ্গ এবং কর্ণের ছিদ্রদ্বয় এবং নাভি উৎপন্ন হয়।

সপ্তমে কেশরোমাণি জায়ন্তে চ তথাষ্টমে।
বিভক্তাবয়বত্বঞ্চ জায়তে গর্ভমধ্যতঃ।
বিহায়শ্মশ্রু দন্তাদীন্ জন্মান্তরসমুদ্ভবান্।
সমস্তাবয়বাস্তত্র জায়ন্তে ক্রমশঃ পিতঃ॥ ১৯॥

হে পিতঃ সপ্তম মাসে কেশ ও রোমাদি উৎপন্ন হয় এবং অষ্টম মাস প্রাপ্তে গর্ভমধ্যে জীবের দেহ সমস্ত অবয়বে বিভক্ত হয়, তখন পূর্ব্বজন্মের শ্মশ্রু দন্তাদি ত্যাগ করিয়া জীব পূর্ণাবয়ব প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

নবমে মাসি জীবস্তু চৈতন্যং সর্ব্বতো লভেৎ।
মাতৃভুক্তানুসারেণ বর্দ্ধতে জঠরস্থিতঃ॥ ২০॥

নবম মাসে জীব সর্ব্বপ্রকার চৈতন্য লাভ করতঃ জঠর মধ্যে মাতৃভুক্ত অন্নরসে বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

প্রাপ্তস্তু যাতনাং ঘোরাং ন হ্যত্যিতি স্বকর্মতঃ।
স্মৃত্বা প্রাক্তনদেহোত্থকর্ম্মাণি বহু দুঃখিতঃ।
মনসা বচনং ব্রূতে বিচার্য্য স্বয়মেব হি ॥ ২১ ॥

তখন জীব নিজ কর্ম্মদোষে ঘোরতর যাতনা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব দেহজাত কর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক বহু দুঃখিত হইয়া মনে মনে বিচার করিয়া আক্ষেপ বাক্য বলিতে থাকে।

এবং দুঃখমনুপ্রাপ্য ভূয়ো জন্ম লভেৎ ক্ষিতৌ।
অন্যায়েনার্জ্জিতং বিত্তং কুটুম্বভরণং কৃতম্।
নারাধিতা ভগবতী দুর্গা দুর্গতিহারিণী ॥ ২২ ॥

এইরূপ দুঃখ পাইয়া আবার ভূতলে জন্মগ্রহণ করে এবং পূর্ব্ব জন্মে অন্যায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন পূর্ব্বক কুটুম্ব ভরণ পোষণ করিয়াছি কিন্তু দুঃখহারিণী ভগবতী দুর্গাকে একবারও আরাধনা করি নাই ইত্যাকার চিন্তা ও বাক্য বলিতে থাকে।

যদ্যস্মান্নিস্কৃতির্মে স্যাদ্গর্ভদুঃখাত্তদা পুনঃ।
বিষয়ান্নানুসেবিষ্যে বিনা দুর্গাং মহেশ্বরীম্।
নিত্যং তামেব ভক্ত্যাহং পূজয়ে যতমানসঃ ॥ ২৩ ॥

যদি এই গর্ভযন্ত্রণা হইতে এবার আমার নিস্কৃতি হয়, তাহা হইলে, আমি আর মহেশ্বরী দুর্গাকে পরিত্যাগ করিয়া বিষয় সেবা করিব না, বরং সংযতচিত্ত হইয়া নিত্য তাঁহাকে ভক্তির সহিত পূজা করিব।

বৃথা পুত্র-কলত্রাদি-বাসনা-বশতোঽসকৃৎ।
নিবিষ্টঃ সংসারন্নিত্যং কৃতবানাত্মনোঽহিতম্ ॥ ২৪ ॥

বাসনাবশে বৃথা পুত্রকলত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ রত হইয়াছি

তাহা স্মরণ হইতেছে এবং বুঝিতে পারিতেছি যে আপনারই অনিষ্ট সাধন করিয়াছি।

তস্যেদানীং ফলং ভুঞ্জে গর্ভদুঃখং দুরাসদম্।
তন্ন ভূয়ঃ করিষ্যামি বৃথা সংসারসেবনম্ ॥ ২৫ ॥

সেই আসক্তির ফলে এখন ভয়ঙ্কর গর্ভযাতনা ভোগ করিতেছি, এবার আর কখন সংসারের সেবা করিব না।

ইত্যেবং বহুধা দুঃখমনুভূয় স্বকর্ম্মতঃ।
আস্তে যন্ত্রবিনিষ্পিষ্টঃ পতিতঃ কুক্ষিকর্ম্মণা।
সূতিবাতবশাদেব নরকাদিব পাতকী।
মেদোসৃক্‌ক্লিন্নসর্ব্বাঙ্গো জরায়ুপরিবেষ্টিতঃ ॥ ২৬ ॥

স্বকর্ম্মবশে এরূপ অনেক দুঃখ ভোগ করিয়া কুক্ষিপথে যোনিযন্ত্র দ্বারা নিষ্পিষ্ট হওতঃ মেদ রক্তাদি ও ক্লেদ রক্ষিত দেহে জরায়ুজে পরিবেষ্টিত হইয়া সূতিকা বায়ুর বলে পাতকী যেমন নরক হইতে পতিত হয় তদ্রূপ ভূতলে আগমন করে।

ততো মন্মায়য়া মুগ্ধস্তানি দুঃখানি বিস্মৃতঃ।
অকিঞ্চিৎকরতাং প্রাপ্য মাংসপিণ্ডে হ্যবস্থিতঃ ॥ ২৭ ॥

তদনন্তর আমার মায়ায় মুগ্ধ হওত সেই সমুদয় দুঃখ বিস্মৃত হইয়া মাংস পিণ্ড মধ্যে অতি অকিঞ্চিৎকরতাকে প্রাপ্ত হয়।

সুষুম্না চ হিতা নাড়ী শ্লেষ্মা চ যাবদেব হি।
সুব্যক্তং বচনং তাবদ্বক্তুং বালো ন শক্যতে ॥ ২৮ ॥

সেই বালকের সুষুম্না নাড়ীতে যতদিন শ্লেষ্মা থাকে ততদিন সে ভাল করিয়া কথা কহিতে পারে না।

স গন্তুং নাপি শক্নোতি বন্ধুভিঃ পরিরক্ষিতঃ।
অস্পষ্টং ভাষতে বাক্যং গচ্ছত্যপি স্ফুরতঃ ॥ ২৯ ॥

সে তখন বন্ধুগণ কর্তৃক পরিরক্ষিত হয় এবং চলচ্ছক্তি রহিত থাকে এবং হামাগুড়ি দিয়া বহুদূরে যাইতে শিখিলে ও অস্পষ্ট কথা কহিতে থাকে।

ততশ্চ যৌবনোদ্রিক্তঃ কামক্রোধাদিসংযুক্তঃ।
কুরুতে বিবিধং কর্ম্ম পাপপুণ্যাত্মকং পিতঃ॥ ৩০॥

হে পিতঃ! তদনন্তর যৌবনকাল প্রাপ্ত হইয়া সেই জীব কাম ক্রোধাদি রিপুযুক্ত হওতঃ পাপপুণ্যাত্মক বিবিধ কার্য্য করে।

কুরুতে কর্ম্মতন্ত্রাণি দেহভোগার্থমেব হি।
ন দেহাৎ পুরুষো ভিন্নঃ পুরুষঃ কিং সমশ্নুতে॥ ৩১॥

দেহভোগের নিমিত্ত জীব কর্ম্মতন্ত্রের বশে কর্ম্ম করিতে থাকে, কিন্তু দেহ হইতে পুরুষ ভিন্ন; সুতরাং পুরুষের সুখ দুঃখ কি।

প্রতিক্ষণং ক্ষয়ত্যায়ুশ্চলং পত্রান্ততোয়বৎ।
স্বপ্নোপমং মহারাজ সর্ব্বং বৈষয়িকং সুখম্॥ ৩২॥

হে মহারাজ! জীবের পরমায়ু পদ্মপত্রমধ্যস্থ জলের ক্ষণস্থায়ী, প্রতিক্ষণই তাহার ক্ষয় হইতেছে, সুতরাং বিষ সকল সুখই স্বপ্নবৎ।

বীক্ষতে কেবলং ভোগং তত্র শাশ্বতবাহনম্।
অকস্মাৎ গ্রসতে কালঃ পূর্ণে চায়ুষি ভূধর॥ ৩৩॥

হে ভূধর! জীবভাবে যে তাহার ভোগ ধারাবাহিকরূপে শাশ্বতকাল থাকিবে কিন্তু আয়ুঃকাল পূর্ণ হইলেই অকস্মাৎ কাল আসিয়া গ্রাস করে।

যথা বালোহন্তিকং প্রাপ্তং মণ্ডূকং গ্রসতে ক্ষণাৎ।
হা হন্ত জন্ম তদপি বিফলং যাতমেব হি॥ ৩৪॥

যেমন আসন্নমৃত্যু ভেককে সর্প গ্রাস করে, আহা তো

জীবকে কাল আসিয়া গ্রাস করে এবং জন্মও বিফলে গত হয়।

এবং জন্মান্তরমপি বিফলং জায়তে তথা।
নিষ্কৃতির্ন্বিদ্যতে নৈব বিষয়ানন্দসেবিনাম্॥ ৩৫॥

বিষয়ানন্দসেবী লোকগণের এইরূপ জন্ম হইতে জন্মান্তর বিফলে চলিয়া যায় এবং তাহাদের কখনই নিষ্কৃতি লাভ হয় না।

তস্মাজ্‌জ্ঞানবিচারেণ ত্যক্ত্বা বৈষয়িকং সুখম্।
শাশ্বতৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্ হি মদর্চ্চনপরো ভবেৎ।
তদৈব জায়তে ভক্তিরিয়ং ব্রহ্মণি নিশ্চলা॥ ৩৬॥

সেই জন্য শাশ্বত ঐশ্বর্য্য লাভেচ্ছুকগণ জ্ঞানের সহিত বিচার পূর্ব্বক বিষয়সুখ পরিত্যাগ করতঃ আমার অর্চ্চনাপর হইবে তাহা হইতেই কেবল ব্রহ্মের প্রতি অচলা ভক্তি উৎপন্ন হয়।

দেহাদিতঃ পৃথক্ তেন নিশ্চিত্যাত্মনমাত্মনা।
দেহাদিমমতাং মিথ্যাজ্ঞানজাং পরিসংত্যজেৎ॥ ৩৭॥

আত্ম-চিন্তা দ্বারা দেহাদি হইতে আত্মাকে পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া দেহাদিতে মিথ্যা জ্ঞান মমতা পরিত্যাগ করিবেক।

পিতস্ত্বং যদি সংসারদুঃখান্নির্ব্বৃতিমিচ্ছসি।
তদারাধায় মাং ভক্ত্যা ব্রহ্মরূপাং সমাহিতঃ॥ ৩৮॥

হে পিতঃ আপনি যদি সংসার দুঃখ হইতে নিবৃত্তি ইচ্ছা করেন তবে আমাকে ব্রহ্মরূপ ভাবিয়া সমাহিত চিত্তে ভক্তির সহিত আরাধনা করুন।

ইতি শ্রীমহাভাগবতপুরাণে শ্রীভগবতী-গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়।

হিমালয় উবাচ।

অনাশ্রিতানাং ত্বাং দেবি মুক্তিশ্চৈনৈব বিদ্যতে।
কথং সমাশ্রয়েত্ত্বাং তৎ কৃপয়া ব্রূহি মে তদা॥ ১॥

হিমালয় কহিলেন,—হে দেবি! আপনাকে আশ্রয় না করিলে যদি জীবের মুক্তি না হয়, তবে আপনি আমাকে কৃপা করিয়া বলুন আপনাকে কি রূপে আশ্রয় করিতে হইবে।

সন্ধ্যেয়ং কীদৃশং রূপং মাতস্তব মুমুক্ষুভিঃ।
ত্বয়ি ভক্তিঃ পরা কার্য্যা দেহবন্ধ-বিমুক্তয়ে॥ ২॥

হে মাতঃ মুমুক্ষু লোকেরা আপনার কোন্ রূপ ধ্যান করিবে? যখন দেহ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিবে আপনার প্রতিই পরা-ভক্তি করা কর্ত্তব্য।

শ্রীপার্ব্বত্যুবাচ।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে।
তেষামপি সহস্রেষু কোঽপি মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥ ৩॥

শ্রীপার্ব্বতী কহিলেন,—মনুষ্য সহস্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধি লাভ করিবার জন্য যত্নবান্ হয় এবং তাহাদের সহস্রের মধ্যে কচিৎ কেহ বা আমাকে স্বরূপত জানিতে পারে।

রূপং মে নিষ্কলং সূক্ষ্মং বাচাতীতং সুনির্ম্মলম্
নির্গুণং পরমং জ্যোতিঃ সর্ব্বব্যাপ্যেককারণম্।
নির্ব্বিকল্পং নিরালম্বং সচ্চিদানন্দবিগ্রহম্।
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুভিস্তাত দেহবন্ধবিমুক্তয়ে॥ ৪॥

হে তাত! মুমুক্ষুগণ দেহ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ জন্য আমার সূক্ষ্ম বাক্যাতীত নিষ্কল, নির্ম্মল, নির্গুণ পরম জ্যোতিঃ স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী একমাত্র কারণ নির্ব্বিকল্প নিরালম্ব সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ রূপ চিন্তা করিবে।

অহং মতিমতাং তাত সুমতিঃ পর্ব্বতাধিপ।
পৃথিব্যাঃ পুণ্যগন্ধোঽহং রসোঽপ্সু শশিনি প্রভা॥ ৫॥

হে পিতঃ পর্ব্বতাধিপ আমি মতিমান্দিগের সুমতি, পৃথিবীর পুণ্য গন্ধগুণ, জলের এবং চন্দ্রেতে প্রভাস্বরূপ।

তপস্বিনাং তপশ্চাস্মি তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
কামরাগাদিরহিতং বলীনাং বলমপ্যহম্॥ ৬॥

তপস্বীদিগের তপঃ আমি, সূর্য্যের তেজঃ আমি এবং কাম রাগাদিরহিত বলীগণের বলও আমি।

সর্ব্বকর্ম্মসু রাজেন্দ্র কর্ম্ম পুণ্যাত্মকং তথা।
ছন্দসামপি গায়ত্রী বীজানাং প্রণবোঽস্ম্যহম্।
বিরুদ্ধোঽধর্ম্মৈঃ কামেষু সর্ব্বভূতেষু ভূধর॥ ৭॥

হে রাজেন্দ্র পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! সকল কর্ম্মের মধ্যেই পুণ্যাত্মক কর্ম্মই আমি, ছন্দের মধ্যে উৎকৃষ্ট ছন্দ গায়ত্রী আমি, বীজ মন্ত্রের মধ্যে ওঁকার আমি এবং সর্ব্বভূতে অধর্ম্মবিরুদ্ধ কামও আমি।

এবমন্যেঽপি যে ভাবাঃ সাত্ত্বিকা রাজসাস্তথা।
তামসাঃ মত্ত উৎপন্নামদধীনাশ্চ তে ময়ি॥৮॥

এবং ইহা ভিন্ন সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ত্রিবিধ ভাব আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহারা আমাতে থাকিয়া আমার অধীন হইয়াছে।

নাহং তেষামধীনাস্মি কদাচিৎ পর্ব্বতর্ষভ।
এবং সর্ব্বগতং রূপমদ্বৈতং পরমব্যয়ম্।
ন জানন্তি মহাবাহো মোহিতা মম মায়য়া॥ ৯॥

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ! আমি কদাচ সেই সমস্ত ভাব সমূহের অধীন হই না, আমাকে সর্ব্ব পদার্থময় অথচ অদ্বয় এবং অব্যয় বলিয়া জানিবে। কিন্তু আমার মায়ায় মুগ্ধ জীব আমাকে জানিতে পারে না।

যে ভজন্তি চ মাং ভক্ত্যা মায়ামেতাং তরন্তি তে।
সৃষ্ট্যর্থমাত্মনো রূপং ময়ৈব স্বেচ্ছয়ার্পিতম্।
ভূত্বা দ্বিধা নগশ্রেষ্ঠ পুরুষস্ত্রীবিভেদতঃ॥ ১০॥

যে সকল ব্যক্তিরা আমাকে ভক্তির সহিত ভজনা করে তাহারাই এই মায়া হইতে উত্তীর্ণ হইতে সমর্থ হয়, আমিই সৃষ্টির নিমিত্ত আপনাকে অর্পণ করিয়া থাকি এবং আমার নিজ রূপই স্ত্রী ও পুরুষরূপ হইয়া প্রাণিরূপে প্রতীয়মান হয়।

শিবঃ প্রধানঃ পুরুষঃ শক্তিশ্চ পরমা শিবা।
শিবশক্ত্যাত্মকং ব্রহ্ম যোগিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
বদন্তি মাং মহারাজ তত্ত্বমেব পরাৎপরম্॥ ১১॥

শিবই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ এবং শক্তিই তাঁহার পরমা শিবানী, শিব ও শক্তি একত্র মিলিয়া পূর্ণব্রহ্মরূপ হয়েন, কিন্তু যোগিগণ আমাকেই পরাৎপর তত্ত্ব বলিয়া থাকেন।

সৃজামি ব্রহ্মরূপেণ জগদেতচ্চরাচরম্।
সংহরামি মহারুদ্ররূপেণান্তে নিজেচ্ছয়া॥ ১২॥

আমিই ব্রহ্মরূপে এই চরাচর জগৎ সৃষ্টি করি এবং ইচ্ছা হইলে মহারুদ্র রূপে সংহার করিয়া থাকি।

দুর্বৃত্তশমনার্থায় বিষ্ণুঃ পরমপুরুষঃ।
ভূত্বা জগদিদং কৃৎস্নং পালয়ামি মহামতে॥ ১৩॥

হে মহামতে! আমি বিষ্ণুরূপী পুরুষোত্তমরূপ ধরিয়া দুর্বৃত্তগণের দমন করতঃ এই সমস্ত জগৎ পালন করি।

অবতীর্য্য ক্ষিতৌ ভূয়োরামাদি রূপধারণাৎ।
নিহত্য দানবান্ পৃথ্বী পালয়ামি মহামতে॥ ১৪॥

হে মহামতে! আমিই ক্ষিতিতলে অবতরণপূর্ব্বক রামাদি-রূপ ধারণ করতঃ দানবগণকে নিধন করিয়া পৃথিবী পালন করি।

রূপং শক্ত্যাত্মকং তাত প্রধানং যত্র চ স্মৃতিঃ।
যতস্তয়া বিনা পুংসঃ কার্য্যং ন দেহিনঃ স্থিতম্॥ ১৫॥

হে তাতঃ। স্মৃতি সম্বলিত যে জীবের দেহ উৎপন্ন হয়, জীবের সেই রূপই শক্ত্যাত্মক, এই শক্তি বিনা পুরুষগণ কোন রূপ চেষ্টা বা কার্য্যকরণে সমর্থ হয় না।

রূপাণ্যেতানি রাজেন্দ্র তথা কল্যাদিকানি চ।
স্থূলানি বিদ্ধি সূক্ষ্মাণি পূর্ব্বমুক্তঃ তবালয়ে॥ ১৬॥

হে রাজেন্দ্র! এই যে সকল রূপ এবং কল্যা রূপাদি যে রূপ তাহাদিগকে স্থূল বলিয়া জানিবে, আমার সূক্ষ্মরূপ কি, তাহা আপনারই গৃহে, আপনারই কাছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

অনভিধ্যায় রূপন্তু স্থূলং পর্ব্বতপুঙ্গব।
অচম্যং সূক্ষ্মরূপং মে যদৃষ্ট্বা মোক্ষভাগ্ ভবেৎ॥১৭॥

হে পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ। আমার স্থূলরূপ চিন্তা না করিলে আমার সূক্ষ্ম রূপ কোন রূপে জানিতে পারিবে না এবং তাহার অদর্শনে মোক্ষ লাভও হইবে না।

তস্মাৎ স্থূলং হি মে রূপং মুমুক্ষুঃ পূর্ব্বমাশ্রয়েৎ।

ক্রিয়াযোগেন তান্যেব সমভ্যর্চ্চ্য বিধানতঃ।
শনৈর্মমালোচয়েৎ সূক্ষ্মরূপং মে পরমব্যয়ম্॥ ১৮॥

সেই জন্য মুমুক্ষু ব্যক্তি সর্ব্ব প্রথম আমার স্থূলরূপ আশ্রয় করিবেক এবং ক্রিয়াযোগে তাঁহাকে বিধানানুসারে অর্চ্চনা করিয়া, অল্পে অল্পে আমার পরম অব্যয় সূক্ষ্মরূপ আলোচনা করিবেক।

হিমালয় উবাচ।

মাতর্ব্বহুবিধং রূপং স্থূলং তব মহেশ্বরি।
তেষু কিং রূপমাশ্রিত্য সহসা মোক্ষভাগ্ভবেৎ॥ ১৯॥

হিমালয় কহিলেন,—হে জননি! আপনার স্থূলরূপ অনেক প্রকার, তাহার মধ্যে কোন্‌টী আশ্রয় করিয়া লোকে শীঘ্র মোক্ষ লাভে সমর্থ হয়?

দেব্যুবাচ।

ময়া ব্যাপ্তমিদং বিশ্বং স্থূলরূপেণ ভূধর।
তত্রারাধ্যতমা দেবীমূর্ত্তিঃ শীঘ্রং বিমুক্তিদা॥ ২০॥

দেবী কহিলেন,—হে ভূধর! স্থূল রূপে আমি এই বিশ্বে ব্যাপ্ত আছি, তাহার মধ্যে দেবীমূর্ত্তিই শীঘ্র মুক্তি প্রদান করে, তাহাই আরাধ্যতম।

সাপি নানাবিধা তত্র মহাবিদ্যা মহামতে।
বিমুক্তিদা মহারাজ তাসাং নামানি মে শৃণু॥ ২১॥

হে মহামতে। সেই দেবীমূর্ত্তিগণ মধ্যে মুক্তিদায়িনী অনেক মহাবিদ্যা আছে, আপনি তাহাদের নাম শ্রবণ করুন।

মহাকালী তথা তারা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী।
ভৈরবী বগলা ছিন্নমস্তা ত্রিপুরসুন্দরী॥ ২২॥

মহাকালী, তারা, ষোড়শী, ভুবনেশ্বরী, ভৈরবী, বগলা, ছিন্নমস্তা, ত্রিপুরসুন্দরী (কমলাত্মিকা অর্থাৎ লক্ষ্মী)।

ধূমাবতী চ মাতঙ্গী নৃণাং মোক্ষফলপ্রদা।
আশু কুর্ব্বন্ পরাং ভক্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোত্যসংশয়ম্ ॥ ২৩ ॥

ধূমাবতী এবং মাতঙ্গী ইহারা নরগণকে মোক্ষ প্রদান করেন, যে নর ইহাদিগের প্রতি পরমা ভক্তি করে তিনি নিঃসন্দেহ মোক্ষলাভে সমর্থ হন।

অসামান্যতমাং তাত ক্রিয়াযোগেন চাশ্রয়েৎ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যসি নিশ্চিতম্ ॥ ২৪ ॥

পিতঃ এই সকল মূর্ত্তির একটিকে ক্রিয়াযোগে আশ্রয় করিয়া আমার প্রতি মনোবুদ্ধি অর্পণ করিলে আমাকে প্রাপ্ত হয়।

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
ন লভন্তে মহাত্মানঃ কদাচিদপি ভূধর ॥ ২৫ ॥

হে পর্ব্বতাধিপ! মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইবেন-আর কদাচিৎ অশাশ্বত এবং দুঃখনিদান পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না।

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং মুক্তিদা রাজন্ ভক্তিযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ২৬ ॥

হে রাজন্! যে যোগী অনন্যচিত্ত হইয়া নিত্য এবং সতত ভক্তিযোগে আমাকে স্মরণ করে আমি তাহাকে মুক্তি প্রদান করি

যস্তু সংস্মৃত্য নামানি প্রাণান্ ত্যজতি ভক্তিতঃ।
সোঽপি সংসারদুঃখৌঘৈর্ব্বাধ্যতে ন কদাচন ॥ ২৭ ॥

যে জন ভক্তির সহিত আমার নাম স্মরণ করিতে করিতে ত্যাগ করে, সংসারের দুঃখতরঙ্গ কদাচ তাহাকে বাধা ১ পারে না।

অনন্যচেতসো যে মাং ভজন্তে ভক্তিসংযুতাঃ।
তেষাং মুক্তিপ্রদা নিত্যমহমস্মি মহামতে ॥ ২৮ ॥

হে মহামতে! যাহারা ভক্তিযুক্ত হইয়া অনন্যমনে আমাকে ভজনা করে, আমি নিত্য তাহাদের মুক্তি প্রদান করিয়া থাকি।

শক্ত্যাত্মকং হি মে রূপমনায়াসেন মুক্তিদম্।
সমাশ্রয় মহারাজ ততো মোক্ষমবাপ্স্যসি ॥ ২৯ ॥

হে মহারাজ! শক্ত্যাত্মক আমার রূপ অনায়াসেই মুক্তি প্রদান করে, আপনি তাহাই আশ্রয় করিয়া মোক্ষ লাভে সমর্থ হউন।

যেপ্যন্যদেবতাং ভক্ত্যা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব রাজেন্দ্র যজন্তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১৮ ॥

হে রাজেন্দ্র! যাহারা ভক্তির সহিত এবং শ্রদ্ধাসহকারে অন্য দেবতাদিগকেও পূজা করে তাহারা আমারই আরাধনা করে-ইহাতে সংশয় মাত্র নাই।

অহং সর্ব্বময়ী যস্মাৎ সর্ব্বযজ্ঞফলপ্রদা।
কিন্তু (যঃ) সেবয়েদ্ভক্ত্যা তস্য মুক্তিঃ সুদুর্ল্লভা ॥ ৩১ ॥

আমিই সর্ব্বময়ী এবং আমিই সর্ব্ব যজ্ঞের ফলপ্রদাত্রী কিন্তু যে ব্যক্তি অভক্তির সহিত আমার সেবা করে তাহার পক্ষে মুক্তি অতি দুর্লভ পদার্থ।

ততো মামেব শরণং দেহবন্ধবিমুক্তয়ে।
যাহি সংযতচেতাস্ত্বং মামেষ্যসি ন সংশয়ঃ ॥ ৩২ ॥

তবে দেহবন্ধন মুক্তির জন্য সংযতচিত্ত হইয়া আমারই শরণ লও, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে। তাহাতে আর কিঞ্চিৎ মাত্র সন্দেহ নাই।

যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
সর্ব্বং মদর্পণং কৃত্বা মুক্তয়ে কর্ম্মবন্ধনাৎ ॥ ৩৩ ॥

যে কোন কার্য্য করিবে যে কিছু হোম করিবে এবং যে কিছু দান করিবে তৎসমুদয় আমাকে অর্পণ করিয়া কর্ম্মবন্ধন হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারিবে।

যে মাং ভজন্তি মদ্ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্।
ন মেঽস্তি বিপ্রিয়ঃ কশ্চিদপ্রিয়োঽপি মহামতে ॥ ৩৪ ॥

আমার যে সমুদয় ভক্ত আমাকে ভজনা করে যাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমিও তাহাদিগেতে অবস্থান করি, আমি তাহাদের কাহারও অপ্রিয় নহি এবং তাহারা কেহও আমার অপ্রিয় নহে।

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তো মুচ্যতে ভববন্ধনাৎ ॥ ৩৫ ॥

কেবল দুরাচারও যদি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজনা করে, সেও পাপমুক্ত হইয়া ভববন্ধন হইতে পরিত্রাণ পায়।

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শনৈস্তরতি সোঽপি চ।
ময়ি ভক্তিমতাং মুক্তিরলভ্যা পর্ব্বতাধিপ ॥ ৩৬ ॥

হে পর্ব্বতাধিপ! যে ব্যক্তি শীঘ্র ধর্ম্মাত্মা হইয়া ক্রমশঃ পরিত্রাণ লাভ করে, ফলতঃ আমার ভক্তিপরায়ণ হইলে তাহার নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ হইবে।

ততস্ত্বং পরয়া ভক্ত্যা মামুপেত্য মহামতে।
মন্মনা ভব মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু মৎপরঃ।
মামেবৈষ্যসি সংসারদুঃখৈর্নৈব বাধ্যসে ॥ ৩৭ ॥

সেই জন্য হে মহামতে! আপনি পরমা ভক্তির সহিত

আমার সমীপে আসিয়া আমার প্রতি মন অর্পণপূর্ব্বক আমার অর্চ্চনা করতঃ আমাকে নমস্কার করিয়া আমার ধ্যানপরায়ণ হও, সংসারের দুঃখ আর আপনাকে বাধা দিতে পারিবে না।

শ্রীমহাভাগবত পুরাণের অন্তর্গত শ্রীভগবতীগীতা নামক উৎকৃষ্ট উপনিষদের অন্তর্গত ব্রহ্মবিদ্যামধ্যে যোগশাস্ত্রের হিমালয় পার্ব্বতীসংবাদে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাদেব উবাচ।

এবং শ্রীপার্ব্বতী বক্ত্রা যোগসারপরং মুনে।
নিযন্নঃ পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ জীবন্মুক্তো বভূব হি ॥ ১ ॥

মহাদেব কহিলেন,—হে নারদমুনি। এইরূপে পার্ব্বতী যোগের তত্ত্ব বলিতে লাগিলেন এবং পর্ব্বতশ্রেষ্ঠও বিনীতভাবে শুনিয়া জীবন্মুক্ত হইলেন।

সাপীয়ং শৈলরাজায় যোগমুক্তা মহেশ্বরী।
মাতৃস্তন্যং পপৌ বালা প্রাকৃতেব হি লীলয়া ॥ ২ ॥

সেই মহেশ্বরী শৈলরাজকে যোগের কথা কহিয়া প্রাকৃত বালার ন্যায় লীলাচ্ছলে মাতৃস্তন্য পান করিতে লাগিলেন।

গিরীন্দ্রস্তবতো হর্ষাদকরোৎ স মহোৎসবম্।
যথা ন দৃষ্টং কেনাপি শ্রুতং বা কেনচিৎ ক্বচিৎ ॥ ৩ ॥

পর্ব্বতরাজ স্তুতি করিতে করিতে হর্ষের সহিত এরূপ মহোৎসব করিলেন যে সে রূপ কেহ কখন দেখেন নাই শুনেন নাই।

ষষ্ঠেহহ্নি ষষ্ঠীং সংপূজ্য সংপ্রাপ্তে দশমেহহনি।
পার্ব্বতীত্যকরোন্নাম স্বাখ্যং পর্ব্বতাধিপঃ॥ ৪॥

পর্ব্বতরাজ ষষ্ঠ দিবসে ষষ্ঠিপূজা করিয়া দশম দিবস প্রাপ্ত হইলে আপনার নামের সহিত অন্বয় রাখিয়া কন্যার নাম পার্ব্বতী রাখিলেন।

এবং ত্রিজগতাং মাতা নিত্যা প্রকৃতিরুত্তমা।
সম্ভূয় মেনকাগর্ভাদ্ধিমালয়গৃহে স্থিতা।
হিমালয়ায় পার্ব্বত্যা কথিতং যোগমুত্তমম্॥ ৫॥

এইরূপে ত্রিজগতের মাতা নিত্যা শ্রেষ্ঠা প্রকৃতি পার্ব্বতী মেনকার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া হিমাচলের গৃহে অবস্থান করতঃ পর্ব্বতরাজকে উৎকৃষ্ট যোগের কথা কহিয়াছিলেন।

যঃ পঠেৎ সুলভা মুক্তিস্তস্য নারদ জায়তে।
তুষ্টা ভবতি সর্ব্বাণী নিত্যং মঙ্গলদায়িনী।
জায়তে চ দৃঢ়া ভক্তিঃ পার্ব্বত্যাং মুনিপুঙ্গব॥ ৬॥

হে মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ—এই কথা যিনি পাঠ করেন তাহার মুক্তি সুলভ হয়, নিত্য মঙ্গলদায়িনী সর্ব্বাণী তাহার প্রতি পরিতুষ্টা হন এবং তাঁহার সুদৃঢ়া ভক্তি উৎপন্ন হয়।

অষ্টম্যাঞ্চ চতুর্দ্দশ্যাং নবম্যাং ভক্তি সংযুতঃ।
পঠন্ শ্রীপার্ব্বতীগীতাং জীবন্মুক্তো ভবেন্নরঃ॥ ৭॥

অষ্টমী নবমী ও চতুর্দ্দশী তিথিতে ভক্তিযোগে এই পার্ব্বতী-গীতা পাঠ করিলে জীবন্মুক্ত হয়।

শরৎকালে মহাষ্টম্যাং যঃ পঠেৎ সমুপোষিতঃ।

রাত্রৌ জাগরিতো ভূত্বা তস্য পুণ্যং ব্রবীমি কিম্॥ ৮॥

শরৎকালে মহাষ্টমীতে উপবাস করত রাত্রি জাগরণপূর্ব্বক যিনি পাঠ করেন তাহার পুণ্যের কথা আর কি কহিব।

স সর্ব্বদেবপূজ্যশ্চ দুর্গাভক্তিপরায়ণঃ।
ইন্দ্রাদয়ো লোকপালাস্তদাজ্ঞাবশবর্ত্তিনঃ॥ ৯॥

সেই দুর্গাভক্তিপরায়ণ সর্ব্বদেবতার পূজ্য হয়েন, এবং ইন্দ্রাদি লোকপালেরা তাহার বশবর্ত্তী হইয়া থাকেন।

স্বয়ং দেবী কলাযেতি সাক্ষাদ্দেব্যাঃ প্রসাদতঃ।
নশ্যন্তি তস্য পাপানি ব্রহ্মহত্যাদিকান্যপি॥ ১০॥

কল্পরূপিণী সাক্ষাৎ মহাদেবী স্বয়ং মহেশ্বরীর প্রসাদে তাহার শরীরস্থ ব্রহ্মহত্যাদি সমস্ত পাপ নষ্ট হয়।

পুত্রং সর্ব্বগুণোপেতং লভতে চিরজীবিনম্।
নশ্যন্তি বিপদস্তস্য নিত্যং প্রাপ্নোতি মঙ্গলম্॥ ১১॥

তাহার সর্ব্বগুণসম্পন্ন চিরজীবী রাজরাজেশ্বর পুত্র লাভ হয় এবং সমস্ত বিপদ নষ্ট হইয়া নিত্য মঙ্গল লাভ হয়।

অমাবস্যাতিথিং প্রাপ্য যঃ পঠেদ্ভক্তিসংযুতঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ স দুর্গাতুল্যতামিয়াৎ॥ ১২॥

অমাবস্যা তিথি পাইয়া যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া এই গীতা পাঠ করেন, তিনি সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া দুর্গার তুল্যতা প্রাপ্ত হন।

নিশীথে পঠতে যস্তু বিল্ববৃক্ষস্য সন্নিধৌ।
তস্য সম্বৎসরান্মধ্যে স্বয়ং প্রত্যক্ষমেতি বৈ॥ ১৩॥

যিনি নিশীথে বিল্ববৃক্ষ নিকটে পাঠ করেন, এক বৎসর মধ্যে দেবী তাহার প্রত্যক্ষীভূতা হয়েন।

কিমত্র বহুনোক্তেন শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।

অস্য পাঠসমং পুণ্যং নাস্ত্যেব পৃথিবীতলে ॥ ১৪ ॥

হে নারদ তত্ত্বকথা শ্রবণ কর, অধিক আর কি কহিব এই গীতাপাঠ তুল্য পুণ্য ধরাতলে আর নাই।

তপস্যাযজ্ঞদানাদিকর্ম্মণামিহ বিদ্যতে।

ফলস্যাসংখ্যা তত্ত্বস্মাদিদন্যতে মুনিপুঙ্গব ॥ ১৫ ॥

মুনিরাজ! দান যজ্ঞ তপস্যাদির ফল শাস্ত্রে যতই কেন বর্ণনা থাকুক না, ভগবতী গীতা পাঠের ফলের সমকক্ষতা লাভে অন্য কোন ফলই সক্ষম হইবে না।

ইত্যুক্তং তে যথা জাতা নিত্যাপি পরমেশ্বরী।

লীলয়া মেনকাগর্ভে ভূয়ঃ কিং শ্রোতুমিচ্ছসি। ১৬ ॥

ইতি শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী-গীতা সমাপ্তি নামোনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ।

লীলাহেতু মেনকাগর্ভে নিত্যা পরমেশ্বরীর জন্মকথা কহিলাম। আর কি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা আছে বল।

শ্রীমহাভাগবতে মহাপুরাণে শ্রীভগবতী-গীতা নামক উৎকৃষ্ট উপনিষদোক্ত ব্রহ্মবিদ্যা সহ যোগশাস্ত্রের ঊনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সম্পূর্ণম্।

ধ্যান ও প্রণামমালা

আসন ও মুদ্রা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বসুমতী-কার্য্যালয়।

কলিকাতা।

১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "নূতন কলিকাতা ইলেকট্রিক্-মেশিন-প্রেসে"

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৪